দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 30 OCT 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

2

শিক্ষাঙ্গন

সার্বজনীন শিক্ষা

'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড'। একমাত্র শিক্ষার আলোকেই মনুষ্যত্ব মিলে আর অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়। বিদ্যা শিক্ষার আনন্দ মানুষকে অসীম শক্তির অধিকারী করে তোলে এবং জীবন ও জগতকে পরিপূর্ণ সার্থকভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা প্রদান করে। অপরদিকে অশিক্ষিত লোক অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন থাকে। তাই তারা জীবন ও জগত সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে না, কিন্তু যে শিক্ষা মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়ায় না, সেই শিক্ষা শিক্ষাই নয়। আমাদের দেশের অনগ্রসরতার মূল কারণ হলো দেশের ব্যাপক নিরক্ষরতা ও সার্বজনীন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা। অশিক্ষার কুয়াশায় আমাদের দেশের ভাগ্যাকাশ তমসাচ্ছন্ন। এই নিরক্ষরতার পুঞ্জিভূত জঞ্জাল দূর করতে শুধুমাত্র শিশু শিক্ষার প্রসারের প্রতি মনোনিবেশ করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। কারণ, নিরক্ষর পিতামাতার সন্তান যতক্ষণ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকবে কেবল ততক্ষণই লেখাপড়া করবে। কাজেই প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হলে দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপারে দু'ভাবে সাফল্য অর্জিত হবে। প্রথমতঃ প্রাপ্ত বয়স্কদের বিদ্যা শিক্ষাদানের ফলে শিশু শিক্ষার সহায়তা হবে। ফলে দেশের ভবিষ্যত নাগরিকদের নিরক্ষরতা দূর হবে। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে বয়স্ক নাগরিকগণ শিক্ষার অমৃত স্পর্শ লাভ করে নবজীবনের অপরূপ স্পন্দন অনুভব করতে সক্ষম হবে। শিক্ষা মানুষের মনে উন্নতর জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে বিশেষ অনুপ্রেরণা যোগায়। তাই নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সার্থক ও সংঘবদ্ধ অভিযান হিসেবে সার্বজনীন শিক্ষার প্রচলনই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ। কেননা আমাদের দেশে এককালে আক্ষরিক শিক্ষার বহুল ও ব্যাপক প্রচলন না থাকলেও মৌখিক কথা ও ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে গণশিক্ষার নানারূপ ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বর্তমান সমাজে এখন আর সেই লোকশিক্ষার প্রাচীন পদ্ধতির প্রচলন নেই। বর্তমান জগতের অপরাপর জাতির অগ্রগতির সাথে সমানতালে পা ফেলে অগ্রসর হতে হলে সর্বাগ্রে সার্বজনীন শিক্ষা বা সবার জন্য শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের পথে বাধার অন্ত নেই। দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে শিক্ষার আলোর স্পর্শে আনতে হলে তাদেরকে শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ নিরক্ষর বা অক্ষরজ্ঞানহীন সমাজকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে অথচ শিক্ষিত সম্প্রদায়ই এককালে নিরক্ষর মানুষের মাথায় কুঠারাঘাত করে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি করে নিয়েছে। পরিণামে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে শিক্ষার প্রতি একটি বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তারা মনে করে শিক্ষাই মানুষের মনে উৎপীড়ন ও হঠকারিতার জন্ম দেয়। শিক্ষিত লোকের আচার-আচরণ দ্বারা অশিক্ষিত জনসাধারণের মনে শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধাটি দূর করা একান্তই আবশ্যক। আর সে জন্যই সার্বজনীন শিক্ষা বা সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নতুবা শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ নিরক্ষর দেশবাসীর মন কিছুতেই আকৃষ্ট হবে না। এ ব্যাপারে শিক্ষিত সমাজকেই বিশেষভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে দরিদ্র নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষাদানের জন্য ছায়াচিত্রের সাহায্যে শিক্ষার সুফল সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা যেতে পারে। এতে করে নিরক্ষর মানুষের মন জ্ঞান পিপাসু হয়ে উঠবে। তাছাড়া নৈশ বিদ্যালয়ের প্রবর্তন করে অবসর সময়ে নিরক্ষর মানুষকে আক্ষরিক জ্ঞান দেয়া যেতে পারে। ইতিমধ্যে সরকার দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সার্বজনীন শিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রে সার্বজনীন শিক্ষা প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জরুরীভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং ২০০০ সালে সবার জন্য শিক্ষা বা সার্বজনীন শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। উল্লেখ্য, আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে অনেক প্রকল্প ও কর্মসূচী গৃহীত হলেও তা বাস্তবায়ন করা আদৌ সম্ভব হয়নি। তাই আমাদের নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের স্বার্থে যত দ্রুত সম্ভব সরকারের বর্তমান লক্ষ্য ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা বা সার্বজনীন শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে আমাদের সকলের এগিয়ে আসা উচিত।

—মুহাম্মদ আব্দুল মুনিম খান নোমান